তারিখ ২৮।৫।২০০০
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

46

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে জটিলতার সমাধান হয় নাই

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট জটিলতা দূর হয় নাই। গতকাল রবিবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নূতন চেয়ারম্যান ড. তপনকান্তি চৌধুরী প্রথমবারের মত প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতিসমূহের নেতৃবৃন্দের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী এই বৈঠকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট নানা জটিলতা আলোচিত হয়। তবে বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আজ বিকালে পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্যপুস্তক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

...নূতন বছরের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখা মিলাইয়া প্রায় সাড়ে ৭ কোটি বই প্রকাশ করিতে হইবে। নিয়ম অনুযায়ী জুন-জুলাই মাসেই বই প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এখনও টেন্ডার নির্বাচন প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হয় নাই। প্রাথমিক শাখার নূতন বইয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার জমাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হইলে প্রাথমিক টেন্ডার বাতিল করিয়া নূতন টেন্ডার আহবান করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইয়াছিল সেইটিই নূতন করিয়া আহূত টেন্ডার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। গতকালের বৈঠকে এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বৈঠকে প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতিসমূহের নেতৃবৃন্দ নূতন টেন্ডার বাতিল করিয়া পূর্বের টেন্ডার আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের আহবান জানাইয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ এই

সমস্যা নিয়া পত্র-পত্রিকায় যে লেখালেখি হইতেছে সে ব্যাপারে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খুবই সচেতন।

সায়েদুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বনমালী ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতি নেতা অধ্যাপক নূরুল গনি, মোঃ হাবিবুর রহমান হাবির, বাসুদেব ঘোষ, সেলিম মিয়া, আ. রশীদ হুমায়ুন কবীর ও মজিবুর রহমান।